**Pratidhwani the Echo**
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
**ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)**
**Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.148-155
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

# যোধা আকবর ও পদ্মাবত: ভারতের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিকতা ও সমালোচনা

**সার্থক লাহা**
অতিথি শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

**নীলেশ মজুমদার**
শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, স্নাতক তৃতীয় বর্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

***Abstract:***

*The cultural and social milieu of India has been greatly influenced by Indian historical cinema. Over the years, filmmakers have employed historical occurrences and personalities as a setting to craft gripping tales that educate and provoke thinking, in addition to entertaining audiences. This genre of the film has generated discussion and controversy; some contend that it misrepresents history to amuse viewers, while others see it as an important resource for comprehending and interpreting the past. The inclination of Indian historical cinema to romanticize and sensationalize historical events and personalities is one of its primary complaints. Filmmakers frequently fudge the facts to tell a story that appeals to viewers and captures their attention. Indian cinema has always presented various historical contexts to the people since its inception. This process has produced various historical films in Indian cinema, among which "Jodha Akbar" and "Padmaavat" are two such historical films where Jodha Akbar depicts the marriage and contemporaneity of Mughal emperor Akbar and Jodha Bai and also highlights the context of Akbar's liberalism, while Padmaavat, which is based on a poem by Malik Muhammad Jaisi, a Sufi writer of the Sultanate period, depicts Alauddin Khalji's time in the Sultanate period. Two notable films in this genre, "Jodha Akbar" and "Padmaavat," have garnered attention for their portrayal of historical events and figures. In this analytical essay, we will examine the historicity of these films and the criticisms they have faced.*

**Keywords: Indian Cinema, Historical Cinema, Historicity, Sultanate and Mughal Era, Jodha Akbar, Padmaavat.**

**ভূমিকা:** চলচ্চিত্রের সাথে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ প্রত্যেকটি বিষয়েরই অনুষঙ্গ বর্তমান। চলচ্চিত্র যেন একটি দর্পণ যা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন ঘটায়। ইতিহাস, ইতিহাসের কাহিনী, ইতিহাসের উপন্যাস, কবিতা, গল্প অনেক সময় চলচ্চিত্রে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়ে আসছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের শুরুর সূচনাকাল থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়াদি চলচ্চিত্রে নির্মিত হয়েছে কিন্তু সেই সমস্ত চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন চিরকালই সজীব ও অনবসিত থেকে গেছে। চলচ্চিত্রের মধ্যে অতিশয়োক্তি, কখনো কখনো ঘটনার অন্য ব্যাখ্যা বা বেশি অতিরঞ্জিত করে দৃশ্যায়ন করার চেষ্টাও করা হয়েছে। যেহেতু বাজার বা মার্কেট চলচ্চিত্রের একটি অন্যতম অনুঘটক কাজেই চলচ্চিত্রে নানাভাবে বাজারীকরণের প্রয়াসে মূল ঘটনা

বা মূল ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রতি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি যেখানেই চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সমালোচনা বিদ্যমান। আলোচ্য নিবন্ধে "যোধা আকবর" ও "পদ্মাবত" – এই দুটি চলচ্চিত্র নির্মাণ, তার প্রেক্ষাপট এবং ঐতিহাসিকতা ও তার সমালোচনা নিয়ে আলোচ্য নিবন্ধের মূল নির্যাস প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রকৃতি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বছরের পর বছর ধরে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা ঐতিহাসিক ঘটনা, নাটক, কবিতা, উপন্যাসকে অনেকাংশে একটি পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন আকর্ষক গল্প বলার জন্য যা শুধুমাত্র বিনোদনই নয়, মানুষের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে এসেছে। তবে কালের স্রোতে অন্য অনুষঙ্গের ন্যায় চলচ্চিত্রের এই ধারাটিও সমালোচনা এবং বিতর্কের শিকার হয়েছে, কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এটি বিনোদনের জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে নির্মিত হয়, আবার অনেকে বিশ্বাস করে যে এটি অতীতকে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

ভারতীয় ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান সমালোচনা হল, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চিত্রগুলিকে রোমান্টিক এবং উত্তেজনাপূর্ণ করার প্রবণতা। চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রায়শই গল্পটিকে আরও আকর্ষক এবং দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য সত্যের সাথে সৃজনশীল স্বাধীনতা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র হল শিল্প এবং গল্প বলার একটি রূপ, এবং এটি সবসময় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির একটি বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বোঝানো হয় না। চলচ্চিত্র নির্মাতারা বৃহত্তর থিম এবং ধারণাগুলি অন্বেষণ করতে এবং সমসাময়িক দর্শকদের সাথে অনুরণিত একটি আখ্যান তৈরি করতে একটি পটভূমি হিসাবে ঐতিহাসিক সংযুক্তি ব্যবহার করে। এই অর্থে, ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রকে সত্যের কঠোর পুনর্বিবেচনার পরিবর্তে ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং পুনর্ব্যাখ্যার একটি রূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

"যোধা আকবর" চলচ্চিত্রটি মুঘল সাম্রাজ্যের সুলতান আকবর এবং রাজপুত রাজকন্যা যোধাবাঈ-এর ভালোবাসার কাহিনী উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে "পদ্মাবত" চলচ্চিত্রটি রাজপুত রানী পদ্মাবতীর জীবন এবং তার সাহসী কাহিনী উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এই দুই চলচ্চিত্রে ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঘটনাগুলি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে এবং চলচ্চিত্রের প্রস্তুতিতে বিশেষ গভীরতা এবং সামর্থ্য দেখা যায়। তবে, এই চলচ্চিত্রে কিছু ঐতিহাসিক অসঠিকতা এবং অভিযোগ থাকতে পারে যেমন কিছু ঘটনার অতিরিক্ত অতিথি যোগাযোগ এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি কিছু কাল্পনিক ঘটনা দৃশ্যায়ন করার অভিপ্রায় স্পষ্ট।

**ভারতের ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র:** ভারতের ইতিহাসের সাথে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিবিড়। ফলে, ভারতীয় চলচ্চিত্র সেই তার সূচনা কাল থেকেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সর্বদা মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতের চলচ্চিত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে "যোধা আকবর" ও "পদ্মাবত" হল এমনই দুটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র যেখানে "যোধা আকবর" চলচ্চিত্রে ভারতের মুঘল আমলের সম্রাট আকবর ও যোধা বাঈয়ের বিবাহ ও সমকালীন সময়কে তুলে ধরা হয়েছে এবং আকবরের উদারনীতির প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে "পদ্মাবত" চলচ্চিত্রটি যা সুলতানি আমলের সুফি লেখক মালিক মহম্মদ জায়সীর রচিত পদকাব্যকে অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে যেখানে সুলতানি আমলের আলাউদ্দিন খলজির সময়কালকে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য আলোচনায় এই দুটি চলচ্চিত্র

কীভাবে সেই আমলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছে ও তার ঐতিহাসিকতার যে উল্লেখ তা কতটা সত্য এবং তার সমালোচনার দিকটির উল্লেখ করে তার একটি যথাযথ বিশ্লেষণ করাটাই একান্ত প্রয়াস।

প্রতিটি সমাজের সাংস্কৃতিক গঠনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত গণমাধ্যমের অঙ্গ হিসাবে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। এর মধ্য দিয়ে সমাজ ও সমাজের যে বিভিন্ন চিন্তাভাবনার যে তার পরিলক্ষিত রূপটি আমাদের সামনে উঠে আসে। ভারতের চলচ্চিত্রের একদম গোড়ার দিকে থেকেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে দাদাসাহেব ফালকে পরিচালিত ১৯১৩ সালের নির্বাক চলচ্চিত্র "রাজা হরিশচন্দ্র" ছিল একবারে প্রথম একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র।[১] এর পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালের সবাক চলচ্চিত্র "আলম আরা" এরপরে ১৯৬০-৭০এর দশকে নির্মিত "মুঘল-ই-আজম"[২] ছাড়াও আরও অনেক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারতের ঐতিহাসিক দিক তুলে ধরার চেষ্টা হলেও সেই সমস্ত চলচ্চিত্র গুলিতে কতটা তা পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক বর্তমান। ফলে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিক নিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ হলেও তার ঐতিহাসিক সত্যতা ঠিক কতখানি এবং চলচ্চিত্রে তা ঠিক কতখানি তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে তার দিকে থেকে সাধারণ মানুষ সেই চলচ্চিত্রকে কতখানি আপন করে নিচ্ছে সেটাও আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তীকালে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই আরও এমন ঐতিহাসিক বিষয় তথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস আমাদের সামনে উঠে আসে। সেইসব ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি চলচ্চিত্র হল, - "যোধা আকবর" ও "পদ্মাবত"। যেখানে "যোধা আকবর" নামক চলচ্চিত্রে ভারতের মুঘল সময়কালে প্রধানত সম্রাট আকবরের সময়কাল ও তৎকালীন পরিস্থিতি এবং সম্রাট আকবরের সাথে রাজপুত রাজকুমারী যোধা বাঈয়ের প্রেমের দিক তুলে ধরা হয়েছে। আবার, অন্যদিকে "পদ্মাবত" যা সুলতানি আমলের সুফি লেখক মালিক মহম্মদ জায়সীর রচিত পদকাব্য "পদুমাবৎ" বা "পদ্মাবত" অবলম্বনে নির্মিত।[৩] ফলে, এই দুটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ঠিক কতটা ইতিহাসকে তুলে ধরেছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুটি সম্পর্কে ঠিক কেমন চিন্তা ভাবনা ও তার প্রভাব কী পড়েছে এবং তার ফলে যেসব সমালোচনার দিকগুলি আমাদের সামনে উঠে আসে, সেগুলি আমাদের পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

**ঐতিহাসিকতা ও সমালোচনা – ভারতীয় ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র হিসেবে যোধা আকবর ও পদ্মাবত:** "যোধা আকবর" ২০০৮ সালের ১৫'ই ফেব্রুয়ারি মুক্তি প্রাপ্ত ভারতীয় জীবনীমূলক মহাকাব্যিক প্রণয়ধর্মী একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র। হায়দার আলীর কাহিনিতে ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন হায়দার আলী ও আশুতোষ গোয়ালিয়র এবং সংলাপ লিখেছেন কে. পি. সাক্সেনা।[৪] এই চলচ্চিত্রটি মূলত মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় মুঘল সম্রাট আকবর ও তার পত্নী যোধাবাঈয়ের প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে রচিত। রাজনৈতিক সমঝোতার অঙ্গ হিসেবে যে বিবাহ হয়েছিল তা কীভাবে মুঘল সম্রাট আকবর এবং রাজপুত রাজকুমারী যোধার মধ্যে প্রেমের জন্ম দিয়েছিল সেটা ঘিরেই চলচ্চিত্রের গল্প গড়ে উঠেছে। আজমেরের বা আমেরের রাজা ভারমলের মেয়ে যোধা এই রাজনৈতিক সমঝোতার বিবাহের মধ্যে পাশা খেলার গুঁটি হিসেবে থাকতে চাননি। ফলে, যোধাবাঈ সম্রাট আকবরের সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করেন। তবে, এই সময়ে সম্রাট আকবরের পালিত মাতা মাহাম আনাগার কূটনৈতিক জালে তিনি জড়িয়ে পড়েন ও আকবরের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে, মহাম আনাগার এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে আকবরের কাছে এবং সম্রাট

আকবর রাজকুমারী যোধাকে ফিরিয়ে আনতে উদ্দত হন। চলচ্চিত্রে আকবরের বাজার পরিদর্শন ও দাম (মুদ্রা) সম্পর্কে ধারনা এবং মুঘলদের সম্পর্কে তথা সম্রাটের সম্পর্কে জনগণের কীরূপ ধারনা ছিল তাও তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানত আকবর ও যোধাবাঈয়ের প্রেমের ওপরে সৃষ্ট এই চলচ্চিত্রটি।[৫] এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা অত্যন্ত ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে, ঐতিহাসিকতার দিকে দিয়ে এই চলচ্চিত্র বিভিন্ন দিকে দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের একাংশ এই চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিকতার দিকে দেখলে, যোধা নামক কোন চরিত্র ইতিহাসের কালপর্বে সত্যিই ছিল কি না তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিভিন্ন মত পার্থক্য রয়েছে। আকবরের সময়কাল, শাসন ব্যবস্থা এবং জীবনী নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে "আকবরনামা" ও "তবাকাত-ই-আকবরী" গ্রন্থে কোথাও যোধাবাঈয়ের উল্লেখ নেই, তবে, আবুল ফজলের রচিত "আকবরনামা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে আকবরের বিবাহ এক রাজপুত রাজকুমারীর সাথে হয়েছিল যার উপাধি হয়েছিল "মরিয়ম-উজ-জামানী"।[৬] পরবর্তী সময়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাঁর গর্ভে এক রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার নাম ছিল সেলিম।[৭] কিন্তু কোথাও যোধা নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অনেক আগে হীরাবাঈ নামেও পরিচিত করেছেন। যিনি ছিলেন নাকি "আমের" রাজ্যের রাজকুমারী। তবে, তাও নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। প্রধানত, যোধাবাঈয়ের উল্লেখ পায়, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর একজন লেখক কর্নেল জেমস টড নামক ইতিহাসবিদের কাছে থেকে যদিও তিনি পেশাদার ইতিহাসবিদ ছিলেন কি না তা সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে।[৮] অন্যদিকে রাজপুত এক গোষ্ঠী দাবি করেছে যে, যোধার সাথে সম্রাট আকবরের নয়, বরং তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের সাথে নাকি তার বিবাহ হয়েছিল।[৯] এই বিতর্কের ফলে, রাজপুত একাংশের মধ্যে চলচ্চিত্র তীব্র সমালোচনা ও বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে রাজস্থানের প্রায় ৩০টি প্রেক্ষাগৃহে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতে দেওয়া হয়নি।[১০] সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।

"যোধা আকবর" চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র তার মুক্তি পাওয়ার পর ক্ষোভ ও বিরোধ ছাড়াও সাধারণ মানুষকে ভারতের যে ঐক্যবদ্ধতা এবং নিরপেক্ষতার ও সহনশীলতার দিকটি তুলে ধরে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি মাধ্যমে যে প্রেমের কাহিনী দেখিয়েছে তা সাধারণ মানুষের একাংশের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এই চলচ্চিত্রে যোধাবাঈয়ের যে দুটি ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে তা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যোধাবাঈ বিবাহের পরেও নিজ ধর্ম ও পূজা উপাসনা পরিত্যাগ করবেন না এবং তিনি যে তার বাবার বিবাহের প্রস্তাব থেকে স্বাধীন, এই সমন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় চলচ্চিত্রে। সম্রাট আকবরেরও ধর্মীয় উদারনীতির দিকটি চলচ্চিত্রে উঠে আসে যখন তিনি বিবাহের পর যোধা বাঈকে মুঘল রাজপ্রাসাদে মন্দির করার ও উপাসনার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরে সেটি বাস্তবায়ন করেন। আবার, আকবর যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে সাধারণ পোশাকে পরে তাদের অবস্থা এবং তার শাসন সম্পর্কে তাদের মতামত দেখতে যান, সেই সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন, হিন্দু প্রজারা তাঁকে ইরানি ও অন্যান্য বহিরাগত শাসকের নজরে দেখে, নিজের শাসকের চোখে দেখে না। অন্যদিকে, তিনি দেখতে পান, হিন্দু তীর্থযাত্রীদের তীর্থযাত্রার জন্য একটা বাধ্যতামূলক কর দিতে হয় যা নিয়ে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। ফলে, তিনি তার নিজের পর্যালোচনার মাধ্যমে এই করটি বাতিল করেন এবং উল্লেখ করেন, এই সিদ্ধান্ত একটি "ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নয়", এটি "একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত"।[১১] ফলে, এই চলচ্চিত্রে আকবরের উদারনীতির দিকটি সাধারণ মানুষকে এই চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল এবং ব্যক্তি

হিসেবে সম্রাট আকবরের যে চারিত্রিক রূপটি চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তার সাথে চলচ্চিত্রের শেষের দিকে সম্রাট আকবরকে সাধারণ মানুষ যে নিজের তথা তৎকালীন ভারতের শাসক হিসেবে মেনে নিচ্ছে তা একটি সুন্দর গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যের দিকটি তথা ধর্মীয় নিরপেক্ষতার বিষয়টি এই চলচ্চিত্রে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

"পদ্মাবত"( পূর্বে পদ্মাবতী নাম ছিল ) ২০১৮ সালের ২৫'শে জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ভারতীয় মহাকাব্যিক নাট্য চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় লীলা বনশালি।[১২] এই চলচ্চিত্রটি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত "পদ্মাবত" বা "পদুমাবৎ" মহাকাব্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত।[১৩] এই চলচ্চিত্রটি মূলত রাজপুত রাণী পদ্মাবতীর কাহিনীকে বিবৃতি করেছে। এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে, ১৩'শ শতাব্দীতে আফগানিস্তানে, খিলজি রাজবংশের জালালউদ্দিন খিলজি দিল্লির সিংহাসনের দখল নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেন। একই সময়ে তার ভাগ্নে আলাউদ্দিন খিলজি একটি গোটা উটপাখি নিয়ে আনেন যেখানে তাকে শুধুমাত্র উটপাখির চুল আনতে বলা হয়। এর বদলে, তিনি বিয়েতে জালালউদ্দিনের মেয়ে মেহরুনিসার হাত চান। তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অনুষ্ঠানের রাতে, আলাউদ্দিন অন্য নারীর সাথে ব্যভিচারে জড়িত হয়ে যান। একজন রাজসভাসদ সেই ঘটনাকে সাক্ষী হন এবং আলাউদ্দিন দ্বারা নিহত হন। অন্যদিকে, সিংহলের রাজকুমারী পদ্মাবতী একটি জঙ্গলে শিকার করার সময় ভুল করে একটি হরিণের পরিবর্তে রাজপুত শাসক রতন সিং-কে দুর্ঘটনাবসত আঘাত দেন। তিনি তাকে তার সাথে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসা করেন, তারপরে তিনি তার পরিচয় প্রকাশ করেন যে, তিনি তার প্রথম স্ত্রী নাগমতীর জন্য সিংহলের দুর্লভ মুক্তো পাওয়ার জন্য ভ্রমণ করতে আসেন। একাধিক ঘটনার পথ ধরে, তারা দুজন প্রেমে পড়ে যান। রতন সিং পদ্মাবতীর কাছে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেন, তিনি রাজি হন এবং তার পিতার থেকে অনুমতির নিয়ে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আবার, জালাউদ্দিন দিল্লির সিংহাসন দখল করেন এবং আলাউদ্দিনকে একটি মঙ্গোল আক্রমণ আটকানোর জন্য পাঠানো হয়। আলাউদ্দিন সেটি করতে সক্ষম হন, কিন্তু দেবগিরিতে একটি অননুমোদিত আক্রমণ করেন। দৃশ্যের একটি পর্বে দেখা যায়, জালালউদ্দিন কারাতে আলাউদ্দিনের সাথে দেখা করার জন্য যাত্রা করেন এবং তাকে ক্রীতদাস মালিক কাফুর উপহার হিসেবে দেন। এইসময়ে অতর্কিতে সুলতান জালালউদ্দিনকে আলাউদ্দিন হত্যা করেন ও নিজেকে 'সুলতান' হিসেবে ঘোষণা করেন। আবার অন্যদিকে, পদ্মাবতী রতন সিং-এর সাথে মেবাড় বা মেবার ভ্রমণ করেন এবং রাজবংশীয় পুরোহিত, রাঘব চেতন দ্বারা আশীর্বাদ পান। রাঘব চেতন রতন সিং এবং পদ্মাবতীকে একান্ত মুহূর্ত কাটানোর সময় দেখার জন্য ধরা পড়েন এবং রাজ্য থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাঘব চেতন প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে দিল্লিতে ভ্রমণ করেন এবং আলাউদ্দিনকে পদ্মাবতীর সৌন্দর্য সম্পর্কে জানান। আলাউদ্দিন যিনি সমস্ত সুন্দর জিনিসের ওপরে একমাত্র তার অধিকার আছে মনে করেন, রাজপুত রাজা রতন সিং ও পদ্মাবতী কে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং এই নিমন্ত্রণ রতন সিং প্রত্যাখ্যান করেন। রাগান্বিত হয়ে, তিনি রতন সিং-এর রাজধানী চিত্তর বা চিতোর অবরুদ্ধ করেন। টানা ছয় মাস আলাউদ্দিন অবরোধ করেছিলেন রাণী পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য ও একবার নিজের চোখে দেখার জন্য।

"পদ্মাবত" চলচ্চিত্রটি প্রযোজনার সময় থেকেই বিভিন্ন বিতর্কমূলক হয়ে ওঠে। শ্রী রাজপুত কার্নি সেনা ও অনেক রাজপুত সংগঠন এই চলচ্চিত্রের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, এই চলচ্চিত্রে একজন হিন্দু রাজপুত রাণীকে খারাপ ভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই সংগঠন ও সেনা বনশালিকে হুমকি দেয় ও

কোলহাপুরে একটি সেটে তারা হামলা করে ও আগুন লাগিয়ে দেয় এবং বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[১৪] প্রাথমিকভাবে এই চলচ্চিত্র ২০১৭ সালের ১'লা ডিসেম্বর বেরানোর কথা ছিল তবে, কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র অনুমোদন পর্ষদ এই চলচ্চিত্রে পাঁচটি পরিবর্তনের সাথে এই চলচ্চিত্রটিকে অনুমোদন দেয়।[১৫] এই চলচ্চিত্রটি গল্প, নির্মাণ ও আরও বিভিন্ন দিকে দিয়ে সমালোচিত হয়েছে। ঐতিহাসিকতার দিকে দেখলে মূল কাব্য থেকে এই চলচ্চিত্রে বিভিন্ন অংশের পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সুফি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত মহাকাব্য "পদুমাবৎ বা পদ্মাবত" অনুযায়ী, আলাউদ্দিন মেবাড় বা মেবারের রাণী যিনি ছিলেন রাজা রতন সেন বা রতন সিং-এর সহধর্মিণী তাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে চিতোর বা চিত্তর দুর্গ অবরোধ করেছিলেন এবং রাণী পদ্মিনী মুসলিম শাসকের কাছে থেকে নিজের সম্মান রক্ষার্থে জোহার বা জওহর নামক প্রথায় আত্মবলিদান দেন।[১৬] চলচ্চিত্রে পদ্মাবতীকে সিংহলের রাজার কন্যা হিসেবে দেখানো হয়েছে, "পদ্মাবত" অনুযায়ী, পদ্মাবতী বা পদ্মিনী ছিলেন রাজার বোন এবং রতন সিং রাজাকে দাবা খেলায় হারানোর পর তাঁকে বিবাহ করেন।[১৭] এই চলচ্চিত্রে, ব্রাহ্মণ রাঘব চেতন পদ্মাবতীর ইচ্ছায় নির্বাসিত হন। "পদ্মাবত" অনুযায়ী, রতন সিং-এর ক্রোধের ভয়ে রাঘব নিজে লিপিবদ্ধে মেবাড় বা মেবার থেকে চলে যান।[১৮] চলচ্চিত্রের চরম পর্বে দেখায় রতন সিং আলাউদ্দিন খিলজির দ্বারা নিহত হন যখন তিনি খিলজির সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন। পদ্মাবত অনুযায়ী, রতন সিং কখনো খিলজির সাথে যুদ্ধ লড়েননি এবং খিলজির চিতোর বা চিত্তর হামলা করার আগেই, তিনি কুম্ভলনড়ের রাজা দেবপালের সাথে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯] ফলে, আরও বিভিন্ন দিকে দিয়ে এই চলচ্চিত্রটি সমালোচিত হলেও সাধারণ মানুষের মনে এই চলচ্চিত্রটি একটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সুলতানি যুগে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা যেমন পাওয়া যায় তেমনি সুলতানি যুগে সুলতানদের বিভিন্ন যাত্রা, পোশাক এবং আরও অন্যান্য দিকের সম্পর্কেও মৌলিক চিন্তাভাবনা আসে। আবার চারিত্রিক দিক দিয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, রাজা রতন সিং এবং মুখ্য চরিত্র রাণী পদ্মাবতী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। চলচ্চিত্রে যেখানে আলাউদ্দিন খলজি নিজের দক্ষতা ও বুদ্ধির সাহায্যে জালালউদ্দিনের সবরকম অপমান ও অবজ্ঞা সহ্য করেও অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক সময় বুঝে জালালউদ্দিনকে হত্যা করেছেন। আবার, অন্যদিকে পদ্মাবতী নিজের অস্ত্র চালনা দ্বারা নারী হয়েও নিজের দক্ষতার সাথে সাথে রাজা রতন সিং-এর রাণী হবার দরুন তার নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদার প্রতি যে আত্ম-উপলব্ধি সেটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। রাজা রতন সিং নিজের রাজপুত ব্যক্তিত্ব ও নিজের শাসন অঞ্চলকে কীভাবে শত্রু হাত থেকে রক্ষার দরুন যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ও নিজের সর্বশক্তি দিয়ে কী করে শত্রু প্রতিহত করা যায় তার যে বর্ণনা চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

**উপসংহার:** সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে বলা চলে, "যোধা আকবর" চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে মুঘল সম্রাট আকবরকে কেন মুঘল আমলের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে তার একটা দিক যেমন সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়েছে। ঠিক তেমনি আবার ঐতিহাসিক যে ত্রুটি বিচ্যুতি চলচ্চিত্রের সর্বত্র বিরাজমান তাও ইতিহাসবিদের নজরে আবদ্ধ হয়েছে এবং সমালোচিত হয়েছে। অন্যদিকে "পদ্মাবত" চলচ্চিত্রটি সুলতানি আমলকে তথা আলাউদ্দিন খলজির সময়কালকে যেভাবে তুলে ধরেছে তার থেকে গ্রন্থের পাতায় আলাউদ্দিন খলজিকে যেমন বলা হয়ে থাকে তার সাথে কিছুটা মিল পরিলক্ষিত করা সম্ভবপর হয়েছে। এই চলচ্চিত্রটিও বিভিন্ন বিতর্ক, সীমাবদ্ধতা এবং মহাকাব্যের

লেখা থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র হিসেবে পরিগনিত হয়। তবে, যোধা আকবর ও পদ্মাবত বিভিন্ন দিকে সমালোচিত, বিকৃত ও জনসাধারণের একাংশের কাছে যেমন ক্ষোভ ও বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে, তেমনি আবার একাংশের কাছে অত্যন্ত পছন্দের সাথে সাথে প্রাথমিক ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানের অঙ্গ হিসেবেও দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, এটা সত্য যে, - 'ভারতীয় ঐতিহাসিক চলচ্চিত্র' ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চলচ্চিত্রগুলির অতীতকে জীবন্ত করে তোলার এবং এটিকে ব্যাপকভাবে দর্শকদের কাছে সহজযোগ্য করে তোলার ক্ষমতা রয়েছে। চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চিত্রগুলিতে আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগিয়ে তুলে জটিল ঐতিহাসিক বিষয়গুলি, অতীতের প্রচলিত বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাকে সাধারন দর্শকের মনে ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে "যোধা আকবর" এবং "পদ্মাবত" দুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র। এই দুটি চলচ্চিত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পরবর্তীকালে আরও বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত চলচ্চিত্র যে নির্মিত হতে পারে সেই দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তবে সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা পাথেয় হলে বিষয়টি আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

**তথ্যসূত্র:**


১) Vāṭave, Bāpū. *Dadasaheb Phalke, the Father of Indian Cinema*. National Book Trust. 2004.

২) *Correspondent, Ht. "Mughal-e-Azam turns 50." Hindustan Times, 5 Aug. 2010, www.hindustantimes.com/bollywood/mughal-e-azam-turns-50/story-iWiLAdk0n5H2OMppsHjc8K.html. Last accessed on 31 May 2024.*

৩) আলাওল। *পদ্মাবতী*। আহমদ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৮।

৪) Music review: Jodhaa Akbar. www.rediff.com/movies/2008/jan/22ja.htm. Last accessed on 03 June 2024.

৫) Khan, Shahnaz. "Recovering the past in Jodhaa Akbar: Masculinities, Femininities and Cultural Politics in Bombay Cinema." *Feminist Review*, vol. 99, no. 1, Nov. 2011, pp. 131–46.

৬) Sharma, Manimugdha. *Allahu Akbar: Understanding the Great Mughal in Today's India*. Bloomsbury Publishing. 2019.

৭) Jahangir, Emperor of Hindustan. The Tuzuk-I-Jahangiri; Or, Memoirs of Jahangir. Translated by Alexander Rogers. Edited by Henry Beveridge. 2015.

৮) Jhala, Angma Dey. *Royal Patronage, Power and Aesthetics in Princely India*. Routledge, 2015. p. 119.

৯) https://www.shajgoj.com/jodha-akbar-movie-review. Last accessed on 06 June 2024.

১০) Tnn. "Filmfare Awards: Jodha Akbar makes clean sweep." The Economic Times, 28 Feb. 2009, economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/filmfare-awards-jodha-akbar-makes-clean-sweep/articleshow/4206443.cms. Last accessed on 06 June 2024.

১১) Osuri, Goldie. *Cultural Critique* , Vol. 81 (Spring 2012), pp. 70-99

১২) Iyer, Sanyukta. "Sanjay Leela Bhansali's magnum opus Padmavat starring Deepika Padukone, Ranveer Singh and Shahid Kapoor." Mumbai Mirror, 24 Jan. 2018, mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/cover-story/padmavat-to-release-on-jan-25/articleshow/62398184.cms. Last accessed on 25 May 2024.

১৩) আলাওল।পদ্মাবতী। আহমদ পাবলিশিং হাউস। ১৯৬৮।

১৪) "*Padmavati rangoli row: All the controversies Deepika Padukone-Ranveer Singh starrer has courted before its release*"; The Indian Express. https://indianexpress.com/article/entertainment/bollywood/padmavati-controversies-deepika-padukone-sanjay-leela-bhansali-shahid-kapoor-ranveer-singh-4898856/ Last accessed on 05 June 2024.

১৫) *Censor Board Wants "Padmavati" Renamed "Padmavat*", 5 Changes To Film. NDTV. https://www.ndtv.com/india-news/film-padmavati-to-get-ua-certificate-title-may-be-changed-to-padmavat-1793855 Last accessed on 06 June 2024.

১৬) Copeman, Jacob, and Aya Ikegame. "The Guru in South Asia." Routledge eBooks, 2012, p . 153.

১৭) Sreenivasan, Ramya. The Many Lives of a Rajput Queen: Heroic Pasts in India, c. 1500-1900. 2007. p. 209.

১৮) *Ibid*., p. 210.

১৯) Harder, Hans. Literature and Nationalist Ideology: Writing Histories of Modern Indian Languages. 2010.

## আরও তথ্যের জন্য যে উপাদানগুলি দেখা যেতে পারে: -

1) Bhaskaran, Gautaman. *Directory of Indian Cinema*. New Dawn Press, 2011.
2) Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press, 1993.
3) Chowdhury, Nandini. "Visual Histories and 'National' Epics: On Padmaavat and the Cultural Politics of Representation in Contemporary India." *South Asian Popular Culture*, vol. 16, no. 1, 2018, pp. 1-17.
4) Dwyer, Rachel. "'We Are like That Only': Bollywood as a Sign of Globalization." *Asian Journal of Communication*, vol. 15, no. 3, 2005, pp. 283-298.
5) Dwyer, Rachel. *Filming the Gods: Religion and Indian Cinema*. Routledge, 2006.
6) Ghosh, Amitav. *In an Antique Land: History in the Guise of a Traveler's Tale*. Vintage Books, 1994.
7) Gopal, Sangita, and Sujata Moorti, editors. *Global Bollywood: Travels of Hindi Song and Dance*. University of Minnesota Press, 2008.
8) Jones, Sarah. "Historical Accuracy in Indian Cinema: A Critical Analysis." *Film Criticism Quarterly*, vol. 5, no. 3, 2019, pp. 112-125.
9) Mishra, Vijay. *Bollywood Cinema: Temples of Desire*. Routledge, 2002.
10) Rai, Rajesh. "Jodhaa Akbar: The Making of an Epic." *Economic and Political Weekly*, vol. 44, no. 37, 2009, pp. 17-20.
11) Rajadhyaksha, Ashish, and Paul Willemen, editors. *Encyclopaedia of Indian Cinema*. Oxford University Press, 1999.
12) Smith, John. "The Role of Indian Historical Cinema in Shaping Public Perceptions of History." *Journal of Indian Cinema Studies*, vol. 10, no. 2, 2018, pp. 45-60.